**র‌্যাব –এর ১৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী-২০১৯**

ভাষণ

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**

**শেখ হাসিনা**

**র‌্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর কুর্মিটোলা, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ১৪ চৈত্র ১৪২৫, ২৮ মার্চ ২০১৯**

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম**

**অনুষ্ঠানের সভাপতি,**

**সহকর্মীবৃন্দ,**

**র‌্যাবের সদস্যগণ,**

**ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সংযুক্ত র‌্যাবের ১৫টি ব্যাটালিয়নের সদস্যবৃন্দ,**

**সুধিমন্ডলী।**

**আসসামু আলাইকুম।**

**র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন ফোর্সেস (র‌্যাব) এর ১৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।**

**আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং দু‌’লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। মুক্তিযোদ্ধাদের আমার সালাম জানাই।**

**আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সেই সব দেশপ্রেমিক, অকুতোভয় র‌্যাব সদস্যদের যাঁরা পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানাচ্ছি। যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁদের সমবেদনা জানাই।**

**দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় র‌্যাবের প্রতিটি সদস্যের দেশপ্রেম, আন্তরিকতা, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব মনোভাবের ফলে গত ১৫ বছরে র‌্যাব ব্যাপক সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।**

**সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার, জালমুদ্রা, জালপাসপোর্ট প্রস্তুতকারী এবং অবৈধ ভিওআইপি বিরোধী অভিযান, চরমপন্থিদের দমন এবং ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনাসহ সকল ধরনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে র‌্যাব অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। র‌্যাবের সদস্যগণ দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সকলের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।**

**একটা সময় বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন ছিল বনদস্যু ও জলদস্যুদের ত্রাসের রাজত্ব। সুন্দরবনের লাখ লাখ বাওয়ালী-মৌয়ালি ও জেলেরা তাদের কাছে জিম্মি হয়েছিল দীর্ঘকাল। ২০১২ সালে আমরা একটি টাস্কফোর্স গঠন করে দেই, সুন্দরবনের জলদস্যুদের দমনের জন্য। সুন্দরবনে জলদস্যু দমনে র‌্যাব উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে।**

**সাড়াশী অভিযানের পাশাপাশি জলদস্যুদের আত্মসমর্পণের সুযোগ দিয়ে র‌্যাব প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। এখন পর্যন্ত ৩২টি বাহিনীর ৩২৮ জন জলদস্যু আত্মসমর্পণ করেছে।**

**২০১৮ সালের ১ নভেম্বর সুন্দরবনকে জলদস্যু মুক্ত ঘোষণা করা হয়। এখন আপনাদের দায়িত্ব হবে এই সাফল্য ধরে রাখা। যারা আত্মসমর্পণ করেছে তাদের পুনর্বাসন করা হয়েছে। তারা যাতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।**

সুধিবৃন্দ,

**বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এ দেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিস্তার লাভ করেছিল। কোমলমতি তরুণদের ধর্মের নামে বিভ্রান্ত করে তাদের বিপথে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।**

**আমরা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছিলাম। পাশাপাশি সামাজিকভাবেও একটা আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে। জনগণকে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সচেতন করার উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। মসজিদ, মাদ্রাসাসহ সকল ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও জঙ্গিবাদ বিরোধী প্রচারণা চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরফলে আমরা খুব দ্রুতই জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িতদের দমন করতে পেরেছি। এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। এরা যাতে আর কখনও বাংলার মাটিতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।**

**মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার আমাদের যুব সমাজ এবং তরুণ বয়সের ছেলেমেয়েদের বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছি।**

**র‌্যাবসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মাদক চোরাকারবারী এবং মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছে। এ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। আমরা সমাজ থেকে ক্ষতিকর মাদকের ব্যবহার নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর।**

**বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ শান্তিপ্রিয়। হাতে গোণা সামান্য সংখ্যক মানুষ আছে যারা অন্যায়ভাবে, অসৎ উপায়ে লাভবান হতে চায়। এরাই সমাজ বিরোধী। এসব সমাজ বিরোধীরা যাতে কোনভাবেই কারও আশ্রয়-প্রশ্রয় না পায়, সে দিকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের নজর রাখতে হবে।**

**অন্যায়কারী বা আইন-ভঙ্গকারী যত শক্তিশালীই হোক, তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে।**

প্রিয় র‌্যাব সদস্যবৃন্দ,

**‘দুষ্টের দমন, শিষ্টের লালন’-এই মূলমন্ত্র নিয়ে আপনাদের কাজ করতে হবে। আপনাদের নিজেদেরও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে এবং কোন সদস্য যাতে কোন ধরনের অন্যায় কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে না পারে, সে ব্যাপারে কঠোর দৃষ্টি দিতে হবে। কেউ অন্যায় করলে তাকে অবশ্যই আইনের আওতায় আনতে হবে।**

**আইন প্রয়োগের সময় সব সময়ই মানবাধিকারের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। কোনভাবেই মানবাধিকার লঙ্ঘন করা যাবে না। আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি জনসচেতনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। মানুষ সচেতন হলে সমাজ থেকে দুষ্টু লোকের প্রভাব আপনা-আপনিই কমে যাবে। এর পাশাপাশি আপনাদের গোয়েন্দা নজরদারি বাড়াতে হবে।**

**র‌্যাবকে একটি অত্যাধুনিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি বিস্ফোরক দ্রব্য নিরাপদে সনাক্তকরণ ও নিষ্ক্রিয়করণের জন্য যুক্ত হয়েছে অত্যাধুনিক IEDD ভেহিকেল। র‌্যাব স্পেশাল ফোর্স-এর জন্য স্থানীয়ভাবে নিজস্ব উদ্যোগে র‌্যাব স্পেশাল ভেহিকেল তৈরি করা হয়েছে।**

**এছাড়াও র‌্যাবের ফরেনসিক ল্যাবকে অত্যাধুনিক করা হচ্ছে। সারা দেশে র‌্যাবের সকল ব্যাটালিয়নের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে।**

**র‌্যাবের কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে র‌্যাবের জন্য একটি পৃথক আইন প্রণয়নের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে কক্সবাজারে একটি অস্থায়ী ব্যাটালিয়ন স্থাপন করা হয়েছে এবং এটিকে স্থায়ী করার জন্য শীঘ্রই প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে। অচিরেই আরও নতুন ২টি ব্যাটালিয়ন সৃজনের কার্যক্রম চলছে। ঊপকূলীয় অঞ্চলে অভিযান পরিচালনার জন্য কক্সবাজারে একটি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনাধীন আছে। তেজগাঁও বিমান বন্দর এলাকায় এয়ার উইং-এর জন্য ভূমি বরাদ্দ করা হবে এবং এয়ার উইং এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।**

প্রিয় র‌্যাব সদস্যবৃন্দ,

**অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রেখে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অধীনস্থদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আমি প্রত্যেক র‌্যাব সদস্যকে আহ্বান জানাচ্ছি।**

**আমি আশা করি, ‘বাংলাদেশ আমার অহংকার’ এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে আপনারা জনসাধারণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দিতে সব সময় সচেষ্ট থাকবেন।**

**বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক খাতে আমাদের অর্জন ঈর্ষণীয়। আমরা ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছি। উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। এ জন্য আইনের শাসন সমুন্নত রাখা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা জরুরি। র‌্যাবসহ সকল আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্যকে যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে।**

**আমরা বাংলাদেশকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক ও শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে গড়ে তুলে জাতির পিতার স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ প্রতিষ্ঠা করব, ইনশাআল্লাহ।**

**সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং র‌্যাবের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।**

**খোদা হাফেজ।**

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

**বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।**

**...**